শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
আইন শাখা-১
পরিবহণ পুল ভবন (কক্ষ নং-৯১২)
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।

পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.০৭৪.১৭(অংশ)-২৯৬

তারিখঃ ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬
০৩ জুন ২০১৯

বিষয়: রিট পিটিশন নং-৪০০৮/২০১৭ (কনটেম্পট পিটিশন নং- ৭০/২১০১৯) মামলায় গত ১৩.০৮.১৮ খ্রি. তারিখের রায়/আদেশের বিরুদ্ধে সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল দায়ের নিশ্চিত করে এ বিভাগকে অবহিতকরণ।

সূত্র: DME এর স্মারক নং-৫৭.২৫.০০০০.০০৫.০২.০৬৭.১৯-১২৬, তারিখ: ১৫.০৫.২০১৯ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সুত্রে বর্ণিত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-৪০০৮/২০১৭ (কনটেম্পট পিটিশন নং- ৭০/২১০১৯) মামলায় গত ১৩.০৮.১৮ খ্রি. তারিখের রায়/আদেশের বিরুদ্ধে সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল দায়ের নিশ্চিত করার বিষয়ে নিম্নোক্ত ছকের (৪) নং কলামে এ বিভাগের সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ:

ক্রমিক	TMED কর্তৃক Query	QUERY -এর প্রেক্ষিতে DME কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্য	TMED কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
ক	রিট পিটিশন নং-৪০০৮/২০১৭ মামলায় মহামান্য আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে সিএমপি/ সিপি দাখিল হয়েছে কীনা ?	রিট পিটিশন নং-৪০০৮/২০১৭ মামলায় মহামান্য আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল দায়েরের জন্য বিজ্ঞ প্যানেল আইনজীবীকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে (প: পৃ: ১১৮-১১৯)। উল্লেখ্য যে, এখনো সিপি নম্বর পড়ে নাই।	(i) আইন শাখা-১ এর ১৭.০২.১৯ খ্রি. তারিখের ৯৯ সংখ্যক স্মারকমূলে ১ম সিপি দায়ের করার জন্য ডিজি, ডিএমই-কে পত্র প্রেরণ করা হয় এবং এরপর যথাক্রমে ২৬.০২.১৯ খ্রি. তারিখে এবং ২৮.০৩.১৯ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। অথচ ১ম পত্র প্রেরণের পর ইতোমধ্যে ০৩ মাসের অধিক সময় পার হওয়ার পরও আজোবধি সিপি দায়ের না হওয়া দায়িত্ব অবহেলা ছাড়া কিছুই নয়। (ii) সুতরাং বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও আজোবধি সিপি দায়ের না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যাসহ সিপি দায়ের নিশ্চিতক্রমে আগামী ০৯.০৬.১৯ খ্রি. এর মধ্যে টিএমইডিকে অবহিতকরণ। (iii) সেসাথে বারবার অনুরোধের পরও দ্রুত ও স্বল্পতম সময়ে সিপি দায়ের না হওয়ার কারণে পরবর্তীতে দায়েরকৃত সিপি তামাদির কারণে খারিজ হয়ে গেলে এটি ডিজি, ডিএমই এর ব্যক্তিগত দায় হিসেবে (আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত ০৭.০৯.১৬ খ্রি. তারিখের ৬২ নং স্মারকের মর্মমতে) বিবেচিত হবে।
খ	সিএমপি/সিপি দায়ের হয়ে থাকলে সিএমপি/সিপি এর সর্বশেষ অবস্থা কী?	সিএমপি/সিপি দায়ের হয়নি।	-ঐ-
গ	সিএমপি/সিপি দায়ের না হয়ে থাকলে সিএমপি/সিপি দায়ের না হওয়ার কারণ কী?	বিজ্ঞ প্যানেল আইনজীবী কর্তৃক জানা যায় যে, পেপার বুক তৈরীর কাজ সম্পন্ন হলে সিএমপি/সিপি দায়ের করা হবে।	(i) ১ম অনুরোধ করার পরও আরও ০২ বার তাগিদপত্র প্রেরণের পরও ১ম অনুরোধপত্র প্রেরণের ০৩ মাস পর জানানো হয়েছে যে, পেপার বুক তৈরী হওয়ার পর সিপি দায়ের করা হবে। তবে কবে নাগাদ সিপি দায়ের সম্ভব হবে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন প্রস্তাবনা নেই। ফলে কবে নাগাদ সিপি দায়ের সম্ভব হবে এবং আদৌ সিপি দায়ের সম্ভব হবে কিনা বা স্পষ্ট হয়নি। তাছাড়া মেয়াদ উত্তীর্ণের পর সিপি দায়ের করলে আদৌ কোন লাভ হবে মর্মে মনে হয় না। কারণ রিট মামলার রায় প্রকাশ হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে সিপি দায়েরের আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, মূল রিট মামলায় (৪০০৮/১৭) গত ১৩.০৮.১৮ খ্রি. তারিখে রায় ঘোষিত হয় । এখানে উল্লেখ্য যে, রায় প্রকাশের পর ইতোমধ্যে ০৯ মাস অতিক্রান্ত হযেছে, ফলে এখন সিপি দায়ের ফলশূন্য হওয়ার আশংকা বিদ্যমান। (ii) সেসাথে বার বার অনুরোধের পরও দ্রুত ও স্বল্পতম সময়ে সিপি দায়ের না হওয়ার কারণে পরবর্তীতে দায়েরকৃত সিপি তামাদির কারণে খারিজ হয়ে গেলে এটা ডিজি, ডিএমই এর ব্যক্তিগত দায় হিসেবে (আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত ০৭.০৯.১৬ খ্রি. তারিখের ৬২ নং স্মারকের মর্মমতে) বিবেচিত হবে ।

চলমান পৃষ্ঠা

ক্রমিক	TMED কর্তৃক Query	QUERY -এর প্রেক্ষিতে DME কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্য	TMED কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
ঘ	উক্ত রিট মামলার রায়ের বিরুদ্ধে কবে নাগাদ আপীল দায়ের সম্ভব হবে?	পেপার বুক তৈরীর কাজ সম্পন্ন হলে উক্ত রিট মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা সম্ভব হবে।	(i) ১ম অনুরোধ করার পরও আরও ০২ বার তাগিদপত্র প্রেরণের পরও ১ম অনুরোধপত্র প্রেরণের ০৩ মাস পর জানানো হয়েছে যে, পেপার বুক তৈরী হওয়ার পর সিপি দায়ের করা হবে। তবে কবে নাগাদ সিপি দায়ের সম্ভব হবে এ বিষয়ে সুনির্দ্দিষ্ট কোন প্রস্তাবনা নেই। ফলে কবে নাগাদ সিপি দায়ের সম্ভব হবে এবং আদৌ সিপি দায়ের সম্ভব হবে কিনা বা স্পষ্ট হয়নি। তাছাড়া মেয়াদ উত্তীর্ণের পর সিপি দায়ের করলে আদৌ কোন লাভ হবে মর্মে মনে হয় না। কারণ রিট মামলার রায় প্রকাশ হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে সিপি দায়েরের আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, মূল রিট মামলায় (৪০০৮/১৭) গত ১৩.০৮.১৮ খ্রি. তারিখে রায় ঘোষিত হয় । এখানে উল্লেখ্য যে, রায় প্রকাশের পর ইতোমধ্যে ০৯ মাস অতিক্রান্ত হযেছে, ফলে এখন সিপি দায়ের ফলশূন্য হওয়ার আশংকা বিদ্যমান। (ii) সেসাথে বার বার অনুরোধের পরও দ্রুত ও স্বল্পতম সময়ে সিপি দায়ের না হওয়ার কারণে পরবর্তীতে দায়েরকৃত সিপি তামাদির কারণে খারিজ হয়ে গেলে এটা ডিজি, ডিএমই এর ব্যক্তিগত দায় হিসেবে (আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত ০৭.০৯.১৬ খ্রি. তারিখের ৬২ নং স্মারকের মর্মমতে) বিবেচিত হবে ।
ঙ	উক্ত মামলার বিষয়ে টিএমইডির করণীয় কী?	টিএমইডি যেহেতু উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ সেহেতু টিএমইডির করণীয় সম্পর্কে টিএমইডি কর্তৃক নির্ধারিত হবে।	এ মামলা বিষয়ে টিএমইডি হতে কোনরুপ সহযোগিতা বা তথ্য প্রদান প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিনা (এ প্রশ্ন দ্বারা মূলত) তা জানতে চাওয়া হয়েছিল কিন্তু এ বিষয়ে কোন তথ্য দেয়া হয়নি।

০২। এমতাবস্থায়, রিট পিটিশন নং-৪০০৮/২০১৭ মামলায় গত ১৩.০৮.২০১৮ খ্রি. তারিখের রায়/আদেশের বিরুদ্ধে সিপি দাখিল নিশ্চিতক্রমে (কনটেম্পট-৭০/১৯ বিষয়ে হালনাগাদ তথ্যসহ) প্রমাণকসহ আগামী ০৯.০৬.২০১৯ খ্রি. তারিখের মধ্যে TMED কে অবহিতির জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়কে বিনীত অনুরোধ করা হলো। সেসাথে বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও যথাসময়ে সিপি দায়ের না হওয়ায় পরবর্তীতে দায়ের হওয়া সিপি তামাদির কারণে খারিজ হয়ে গেলে এটা ডিজি, ডিএমই এর ব্যক্তিগত দায় (আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত ০৭.০৯.১৬ খ্রি. তারিখের ৬২ নং স্মারকের মর্মমতে) বিবেচিত হবে মর্মে মহোদয়কে অবহিত করা হলো।

০৩.০৬.১৯
(নূরজাহান বেগম)
সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন)

মহাপরিচালক
মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, লেভেল-৩
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ
১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২। প্রোগ্রামার, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (এ আদেশটি ওয়েব-সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৩। অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। অফিস কপি/মাস্টার কপি।